

১০টি মডেল স্কুল

এক বছরে জমিই ঠিক করতে পারেনি মন্ত্রণালয়

রাশেদ আহমেদ : গত এক বছরেও ঢাকা মহানগরীতে ১০টি সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক মডেল স্কুল স্থাপনের কাজে কোন অগ্রগতি হয়নি। ঢাকা শহরের ছাত্রছাত্রী ভর্তি সমস্যা নিরসনকল্পে ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে ১শ ২১ কোটি ৩৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকার এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। এ যাবৎ জায়গাই নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এ বছরও রাজধানীতে ভর্তি সংকট প্রকট। শহরের সরকারি ২৪টি হাইস্কুল ও নামিদানি কয়েকটি স্কুলে রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধ হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে জাতীয় সংসদের প্রত্যেক আসনে ১টি করে ৮টি এবং জনবহুল এলাকায় আরো অতিরিক্ত ২টি মোট ১০টি সরকারি মডেল স্কুল নির্মাণ রাজধানী : পৃঃ ২ কঃ ৪।

রাজধানী : মডেল স্কুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করার পরিকল্পনা গৃহীত হয় '৯৯ সালে। পরিকল্পনাটি একনেক সভাতেও পাস করা হয়। এ স্কুল নির্মাণে পরিকল্পনা ব্যয় ধরা হয় ১শ ২১ কোটি ৩৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকা। এক বছর হয়ে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল স্থাপনের জায়গাই নির্ধারণ করতে পারেনি। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, স্কুলের জন্যে জায়গা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকা শহরে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। তাই ফি-বছর ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে থাকে। সরকার এ ভর্তি সমস্যা সমাধানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্যে এ স্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। রাজধানীতে বর্তমানে ২৪টি সরকারি হাইস্কুল রয়েছে। এতে ২২ হাজার ৫শ ১১ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করতে পারে। বেসরকারি হাইস্কুলের সংখ্যা ২শ ৯৯টি। এতে ২ লাখ ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু প্রায় ১ কোটি জনঅধুষিত ঢাকা শহরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

সূত্র জানায়, রাজধানীতে প্রাইমারি পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার তেমন একটা অসুবিধা হয় না। কারণ সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি অনেক কিভার গার্টেন গড়ে ওঠায় এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে বেশি অসুবিধা হয়। সরকারি এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরের শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীতে রহছে ৬৩ হাজার ৭শ ৫৩ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এর মধ্যে ৩০ হাজার ৯৩ জন বালক এবং ৩৩ হাজার ৬শ ৬৪ জন বালিকা। এ ভর্তি নিয়ে প্রতিবছরই রীতিমতো এক যুদ্ধক্ষেত্র হয়।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে ১০টি যে নতুন সরকারি স্কুল স্থাপন করা হবে তাতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন, আসবাবপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২০০৪ সালের মধ্যে এ স্কুলগুলোর নির্মাণকাজ শেষ করার কথা রয়েছে। ১৯৯৯-২০০৪ সালের এ প্রকল্পের কাজের তেমন অগ্রগতিই হয়নি।